রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৪ ২০১৩

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা)
১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ জানুয়ারি ২০১৩

নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৭/১৪৩/প্রশাসন/৪৭—বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন) এর ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, পূর্ব প্রকাশের পর, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এ নিম্নোক্ত সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরিউক্ত বিধিমালায়,—

১। বিধি ২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (চ) এবং (দ) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(চ) "উদ্যোক্তা" অর্থ কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, স্বীকৃত তথা রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট ফান্ড, পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সুপার এনুয়েশন ফান্ড (Super Annuation Fund), সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক ফান্ড, যাহা এককভাবে বা মিলিতভাবে কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠন করে;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(দ) "মেয়াদী স্কীম" (close-end) অর্থ এমন কোন স্কীম যাহার পরিপক্কতার মেয়াদ নির্ধারিত থাকে, উহার ফান্ডের আকার শুধুমাত্র পুনঃবিনিয়োগ এর মাধ্যমে পরিবর্তিত হইতে পাবে;"।

২। বিধি ২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ট), (ঠ), (ঢ) এবং (ধ) এর পর যথাক্রমে নিম্নোক্ত নতুন দফা (টট), (ঠঠ), (ঢঢ) এবং (ধধ) ও (ধধধ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(টট) "পুনঃবিনিয়োগ (Reinvestment)" অর্থ সর্বশেষ NAV এর ভিত্তিতে নতুন ইউনিট ইস্যুর মাধ্যমে ফান্ডের মুনাফার বণ্টন;

(ঠঠ) "ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ (Fixed Income Securities)" অর্থ এমন ধরনের পুঁজিবাজার সিকিউরিটিজ যাহার মেয়াদ এক বছরের বেশী, যাহা থেকে বিনিয়োগকারীগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে এক বা একাধিক আয় বা মুনাফা পেয়ে থাকেন, যাহার মেয়াদ শেষে বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগকৃত মূল অর্থ ফেরত পান; এই ক্ষেত্রে ঐ সকল সিকিউরিটিজ অন্তর্ভুক্ত হইবে যেইগুলো সুপ্ত (Intrinsic) বা প্রকাশিত (Explicit) হারে আয় বা মুনাফা প্রদান করে;

(ঢঢ) "বিক্রয় প্রতিনিধি (Selling Agent)" অর্থ কমিশনের নির্দেশনা পরিপালন স্বাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানী কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক-ব্রোকার) অথবা ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (Bangladesh Institute of Capital Market) হইতে নির্দিষ্ট কোর্সের সার্টিফিকেটধারী হইবেন;

(ধধ) "সমন্বিত বিনিয়োগ স্কীম (Collective Investment Scheme)" অর্থ কমিশন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে গঠিত কোন বিনিয়োগ স্কীম ব্যবস্থা, যাহার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে উক্ত ফান্ড আয় অথবা মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করা;

(ধধধ)"স্পেশাল পার্পাস ফান্ড (Special Purpose Fund)" অর্থ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত ফান্ড যাহার গঠন প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বেই কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন;"।

৩। বিধি ৪৮ এর উপ-বিধি (১) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) সম্পদ ব্যবস্থাপক যদি বিধি ৪৬ এর অধীন ন্যূনতম অর্থ বা লক্ষ্যমাত্রার অন্যূন পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ মেয়াদী ফান্ডের ক্ষেত্রে এবং চল্লিশ শতাংশ অর্থ বে-মেয়াদী ফান্ডের ক্ষেত্রে, যাহা অধিকতর হইবে, সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে, উহা চাঁদা প্রদানকারীগণের নিকট হইতে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ কোন প্রকার কর্তন ছাড়াই ফেরত প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার নীচে ফান্ড গঠনের অনুমোদন দিতে পারিবে।"।

৪। বিধি ৫০খ এর পর নিম্নোক্ত নতুন বিধি ৫০গ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"**৫০গ। স্কীমের রূপান্তর (Conversion of scheme)।**—কোন মেয়াদী ফান্ড বা স্কীমের বিশেষ সভায় উপস্থিত অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ইউনিট মালিকগণ স্কীমটির রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ডের স্কীম অথবা স্কীমগুলো বে-মেয়াদী স্কীমে রূপান্তরিত হইতে পারে।"।

৫। বিধি ৫৫ এর উপ-বিধি (২) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অর্থের অন্ততঃ শতকরা ষাট ভাগ (৬০%) অর্থ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করিতে হইবে যাহার মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক অর্থ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজে হইতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের কোন অর্থ ঐ ফান্ডের কোন স্কীমে বিনিয়োগ করিতে হইলে সেই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও সময় উল্লেখপূর্বক বিনিয়োগের অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে সম্পদ ব্যবস্থাপক কর্তৃক লিখিতভাবে কমিশন ও সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জকে জানাইতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, পুঁজিবাজার বহির্ভূত বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট পত্রকোষের গঠন (Composition of Portfolio) সম্পর্কিত বিশদ প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।"।

৬। বিধি ৬৫ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ) এর সবশেষে দাঁড়ি (।) এর পরিবর্তে সেমি-কোলন (;) হইবে, অতপর নিম্নোক্ত নতুন দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঙ) স্পেশাল পার্পাস ফান্ড এর ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত ফি প্রযোজ্য হইবে না, এই ক্ষেত্রে ফি নীট সম্পদের উপর শতকরা এক দশমিক পাঁচ ভাগ (১.৫%) পর্যন্ত করা যাইতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত ফি এর হার বৃদ্ধি করিতে পারিবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে পঞ্চম তফসিল [বিধি ৫৬ দ্রষ্টব্য] এ উল্লিখিত বিনিয়োগে বাধা-নিষেধ এর ক্রমিক নং ১০ পরিপালন করিতে হইবে।"।

৭। বিধি ৬৬ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৬৬। লভ্যাংশ বিতরণ ও উহার সীমা।**—প্রত্যেক মিউচ্যুয়াল ফান্ড উহার বার্ষিক হিসাব সমাপ্ত হইবার পর প্রত্যেকটি স্কীমের বিপরীতে উক্ত স্কীমের ইউনিট মালিকগণের মধ্যে এই বিধিমালার আলোকে ও ট্রাস্টির মতামত সাপেক্ষে প্রসপেক্টাস (Prospectus) অথবা অফার ডকুমেন্ট (Offer Document) এ বর্ণিত লভ্যাংশ

সংক্রান্ত ঘোষণা মোতাবেক নগদ লভ্যাংশ অথবা রি-ইনভেস্টমেন্ট অথবা উভয় অপশন বিতরণের ঘোষণা করিবে যাহার পরিমাণ উক্ত স্কীমের বার্ষিক লাভের শতকরা সত্তর ভাগ (৭০%) এর কম হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেই সকল বর্ধিষ্ণু বিনিয়োগ স্কীমের প্রকৃতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে শুরুতেই বিনিয়োগকারীদের সম্পূর্ণরূপে জানানো হইয়াছিল উহাদের ক্ষেত্রে উক্ত লভ্যাংশ প্রদানের হার বার্ষিক লাভের অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ (৫০%) এর কম হইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ইউনিট মালিকগণের নিকট বিতরণপূর্বক এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে কমিশন, ট্রাস্টি ও হেফাজতকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে ।"।

৮। পঞ্চম তফসিল [বিধি ৫৬ দ্রষ্টব্য] এ উল্লিখিত "বিনিয়োগে বাধা-নিষেধ" এর অনুচ্ছেদ নং ১০ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"১০। ১ হইতে ৯ অনুচ্ছেদের কোন বিষয় ক্ষুণ্ন না করিয়া, তহবিলের প্রাথমিক ইস্যু ব্যয় ছাড়া মোট ব্যয় হিসাব বর্ষের সাপ্তাহিক গড়পড়তা নীট সম্পদের শতকরা চার ভাগ (৪%) এর বেশী চার্জ করা যাইবে না, সম্পদ ব্যবস্থাপক যদি বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে তবুও ব্যয় এর উক্ত সর্বোচ্চ সীমা শতকরা চার ভাগ (৪%) লংঘন করা যাইবে না।"।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশক্রমে

অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন

চেয়ারম্যান।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd